অ্যান্টিগা

ইতিহাসের পর ইতিহাস

৩৭৫ রান। ৪০০ রান। এক ম্যাচে ৮ সেঞ্চুরি। ২০ ম্যাচে ৫৩। এক ম্যাচে ১৯ বোলার। বল হাতে উইকেটরক্ষক। এসবই ওয়েস্ট ইন্ডিজের সেন্টজোনস শহরে অ্যান্টিগা রিক্রিয়েশন গ্রাউন্ডের খেলা! রান মেশিনে পরিণত হওয়া এই মাঠ নিয়ে... লিখেছেন **মহিউদ্দিন নিলয়**

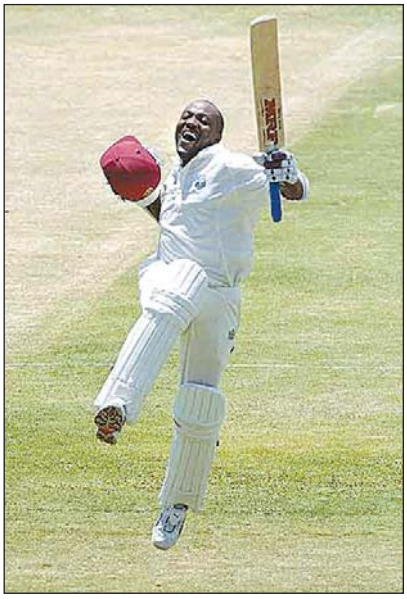

400 iv‡bi ci k‡b¨ jwd‡q jviv

অ্যান্টিগা রিক্রিয়েশন গ্রাউন্ড। ওয়েস্ট ইন্ডিজের সেন্টজোনস্ শহরের এই মাঠটির নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বিনোদন শব্দটি। তাই এ মাঠের শুরু থেকে বর্তমান পর্যন্ত বিনোদনে ভরপুর ছিলো প্রত্যেকটি ম্যাচ। ওয়েস্ট ইন্ডিজ এ মাঠে রান মেশিনে পরিণত হয় আর ক্রিকেটের বরপুত্র ব্রায়ান লারা তো গড়েন একের পর এক বিশ্বরেকর্ড। বিশ্ব ক্রিকেটের বিভিন্ন প্রান্তে পরাজয়ে মাথা নত হয়ে গেলেও এ মাঠে মাথা উঁচু হয়ে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিয়ানদের। তাই অধিকাংশ সময়ই চোখে-মুখে উপভোগের তৃপ্তি নিয়ে ফেরেন এ মাঠের দর্শকরা।

১৯৮০-৮১ মৌসুম। ওয়েস্ট ইন্ডিজ-ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজের ৪র্থ ম্যাচ। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পরিচিতি পায় অ্যান্টিগা রিক্রিয়েশন গ্রাউন্ড। ১ম ইনিংসেই ব্যক্তিগত শতরানে পৌছান পল উইলি। ১০২ রানে নটআউট থাকেন ইংল্যান্ডের এই মিডল অর্ডার সমুদ্র উপকূলবর্তী এই মাঠে প্রায়ই হানা দেয় বৃষ্টি। প্রথম টেস্টেও বৃষ্টির জন্য খেলা হয়নি একদিন। কিন্তু দু'দলের তিন ইনিংস থেকে বেরিয়ে আসে ৩টি শতক। পল উইলির পরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ডেসমন্ড হেইন্স করেন ১১৪ রান এবং ইংল্যান্ডের ওপেনার জিওফ বয়কট ১০৪ রানে থাকেন নট আউট। ম্যাচটি ড্র হয়েছে কিন্তু ক্রিকেটের আনন্দদায়ক ব্যাটিংশৈলী দেখেছে দর্শকরা। এরপর থেকে এ পর্যন্ত মোট ২০টি টেস্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে এই মাঠে।

২০টিতেই খেলেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বিভিন্ন প্রতিপক্ষের সঙ্গে। যার ১০টি ড্র হলেও ৭টিতে জয় পেয়েছে এবং ৩টি হেরেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এই পরিসংখ্যান বলে দেয়, এ মাঠে ওয়েস্ট

ইন্ডিয়ানদের সফল্যের ইতিবৃত্ত। সর্বশেষ অনুষ্ঠিত টেস্টে এ মাঠে ইতিহাসের সাক্ষীতে পরিণত হয়েছে। যা আগেও হয়েছিলো কয়েকবার। গত ২৯ এপ্রিল শুরু হওয়া ওয়েস্ট ইন্ডিজ-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের শেষ ম্যাচটি শেষ হয় ৩ মে। ৫ দিনে বৃষ্টির কারণে কয়েক দফা বন্ধ থাকে খেলা। ম্যাচের ফলাফল ড্র। কিন্তু বৃষ্টির জন্য এই ম্যাচ ড্র হয়েছে এটা বলার সুযোগ নেই। কারণ, এই ম্যাচে দু'দলের ব্যাটসম্যানেরা মেতে উঠেছিল রান-উৎসবে।

ব্যাটসম্যানদের স্বপ্নের মাঠ

ভেন্যু	ম্যাচের সংখ্যা	শতক	অনুপাত
সেন্টজোনস (অ্যান্টিগা)	২০	৫৩	২.৬৫
এডিলেড	৬৩	১৪৩	২.২৭
গলে	১১	২৩	২.০৯
এমএমসি, কলম্বো	২৫	৫২	২.০৮
ব্রিজটাউন	৪২	৮৭	২.০৭

†h gvV GZ w`‡j¨ †m gv‡V j¨vU‡q c‡o Pg Lv‡"Q jviv

দক্ষিণ আফ্রিকা ব্যাট করতে নেমে ৬ উইকেটে ৫৮৮ রান করে ইনিংস ডিক্লেয়ার করে দেয়। এরই মধ্যে হয়ে যায় ৪টি ব্যক্তিগত শতক- এবি ডি ভিলিয়ার্স (১১৪), গ্রায়েম স্মিথ (১২৬), ক্যালিস (১৪৭) এবং প্রিন্স (১৩১)। ২-০তে সিরিজ এগিয়ে থাকা আফ্রিকার জয়ের জন্য অনেকেই এটা যথেষ্ট মনে করেছিলেন। কিন্তু তা আর হয়নি। কেনা, এটা যে অ্যান্টিগা ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্বর্গভূমি! তাই ব্যাট করতে করতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এই মাঠে জন্ম দিলো নতুন এক বিশ্ব রেকর্ড। ক্রিস গেইল (৩১৭), রামনরেশ সারওয়ান (১২৭), শিবনারায়ণ চন্দরপল (১২৭) এবং ব্রাভো (১০৭) এই ৪টি শতক মিলে মোট ৮টি শতক এক ম্যাচে! বিশ্ব ক্রিকেটে এই ঘটনা এই প্রথম। এটা যেন অ্যান্টিগা বলেই সম্ভব। সময় থাকলে হয়তো আফ্রিকার ২য় ইনিংসের নটআউট ফিফটি দুটি সেঞ্চুরিতে নিয়ে বাড়িয়ে দিতো রেকর্ডের উচ্চতা। ৮ সেঞ্চুরির এই ম্যাচে ব্রায়ান লারা করেছেন ৪ রান। মনে হতে পারে এই মাঠ লারার জন্য নয়। কিন্তু না, অ্যান্টিগার রেকর্ড বলে দেয় তার জন্যই যেন লারার জন্য। মোট ১৩টি ম্যাচে ২০টি ইনিংস খেলেছেন লারা। ৪টি সেঞ্চুরিসহ করেছেন মোট ১৬৩২ রান যার গড় দাঁড়ায় ৮৫.৮৯। তার পরে এ মাঠের সেরা যিনি তিনি এ মাঠের প্রথম সেঞ্চুরিয়ান জেসমন্ড হেইন্স ৮১.৪৪ গড়ে ৭ ম্যাচের ১০ ইনিংসে তার সংগ্রহ ৭৩৩ রান, যাতে আছে ৩টি শতক। ১৯৯৩-৯৪ সালে যখন লারার উইলো থেকে

†WmgÛ †nBÝ : G gv‡Vi c_g Iqvb‡W Ges †U÷ `ÿi‡bi g¨v‡PB K‡i‡Qb †mÂwi

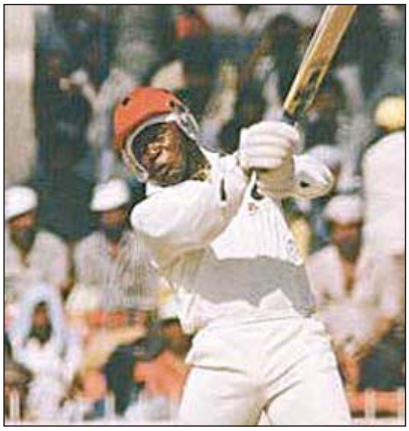

বেরিয়ে এলো ৩৭৫ রানের এক দানবীর ইনিংস। তখন সারা বিশ্ব দেখেছে অ্যান্টিগার মাটিতে লুটিয়ে পড়ে চুমু খাচ্ছে লারা। এরপর ২০০২-০৩ মৌসুমে অ্যান্টিগার রেকর্ড ভেঙে দেন অস্ট্রেলিয়ার হেইডেন। তবে, বেশিদিন থাকেনি। ২০০৩-০৪ মৌসুমে আবার অ্যান্টিগার মাটিতে লারা, শূন্যে লাফিয়ে লারা। এবার ৪০০ নটআউট ক্রিকেট বিশ্বের প্রথম এবং শেষ এক ইনিংসে একাই ৪০০। এই মাঠে এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ২০টি ম্যাচে মোট সেঞ্চুরির সংখ্যা ৫৩টি। যার আনুপাতিক হার ২.৬৫। যা শুধু এ মাঠেরই রয়েছে। আর কোনো মাঠে ব্যাটসম্যানেরা আনুপাতিক হারে এত সেঞ্চুরির দেখা পায়নি। মজার ব্যাপার হচ্ছে, বিশ্বক্রিকেটে সর্বাধিক ৪৩ বার ডাক্ (০) পাওয়া কোর্টনি ওয়ালশ এ মাঠে কখনো শূন্য রানে আউট হননি।

টেস্ট ক্রিকেটে ব্যাটসম্যানদের স্বপ্নে পরিণত হওয়া অ্যান্টিগা বোলারদের জন্য দুঃস্বপ্ন। এই মাঠে একবার মাত্র ১০ উইকেট পাওয়ার রেকর্ড রয়েছে। ১৯৯৯ মৌসুমে ওয়াসিম আকরাম ১১০ রানে পেয়েছিলেন ১১ উইকেট। সর্বশেষ টেস্টে ওয়েস্ট-ইন্ডিজকে ঠেকানোর জন্য স্মিথ ব্যবহার করেছেন ১১ জন বোলার। যার একজন উইকেটকিপার মার্ক বাউচার পেয়ে যান কেরিয়ারের প্রথম এবং একমাত্র উইকেটটি। মোট ১৯ জন বোলার বল করেছেন এই ম্যাচে। কারো বলই রানের গতি থামাতে পারে না অ্যান্টিগার মাটিতে।

১৯৭৭-৭৮ মৌসুমে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এ মাঠের প্রথম ওয়ানডে ম্যাচ খেলে। এ্যান্টিগার প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরিয়ান ওয়ানডেতেও প্রথম সেঞ্চুরিটি করেন। ডেসসন্ড হেইন্সের করা ১৪৮ রানের সুবাদে ওয়েস্ট ইন্ডিজ করে ৩১৩ রান। ৪৪ রানে জয়লাভও করে। এ মাঠে মোট ওয়ানডে হয়েছে ৬টি, যার ৫টিতে খেলেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। জয় পেয়েছে ৪টি এবং হেরেছে ১টি। অর্থাৎ ওয়ানডেতেও অ্যান্টিগার সাফল্য জন্মভূমির প্রতি।

৬ ম্যাচে সেঞ্চুরি হয়েছে ৩টি। যার শেষটি হয়েছে এ মাঠের সর্বশেষ ম্যাচ ২০০০-০১-এ। দক্ষিণ আফ্রিকার ওপেনার হার্শেল গিবস করেছিলেন ১০৪ রান। ওয়ানডের প্রথম ম্যাচে ৩১৩ হলেও পরের ৫টি ম্যাচে ২৫০ করতে পারেনি কোনো দল।

এ মাঠে এতো রানের রহস্য কি? প্রশ্ন উঠেছে বারবার। পিচকে দোষারোপ করা হয়েছে। সমালোচকরা অনেকবার বলেছেন একদম ফ্লাট পিচ। যে কেউ এখানে ব্যাট করতে পারবে। বোলারদের কিছু করার নেই। কিন্তু এ মাঠের পিচ কিউরেটর অ্যান্ডি রবার্টস জানাচ্ছেন ভিন্ন কথা। তিনি বলেছেন, এ মাঠে কখনোই এক পিচে দু'ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়নি। প্রতি ম্যাচের জন্যই আলাদা করে পিচ তৈরি করা হয়েছে। প্রতিবার পরিবর্তন করা হয়েছে পিচের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। সমুদ্রের স্রোতের তালে তালে এ মাঠে রানের স্রোত বয়ে গেছে। সামনে হয়তো আরো বয়ে যাবে। ম্যাচে আরো বাড়বে সেঞ্চুরির সংখ্যা, ৪০০ পেরিয়ে কেউ হয়তো একাই করবে ৫০০ কিংবা ৬০০ রান। আর ক্রিকেটের আনন্দ রানের স্রোত দেখিয়ে দর্শকদের রিক্রিয়েশন দেবে অ্যান্টিগা রিক্রিয়েশন গ্রাউন্ড।